(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

সাধারণ সভায় মেয়র

উচ্ছেদ হচ্ছে অবৈধ রিকশা, লাইসেন্স নবায়ন ৩১ অক্টোবরের মধ্যে

চট্টগ্রাম- ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮

নগরীর যানজট নিরসনে লাইসেন্স বিহীন অবৈধ রিকশা উচ্ছেদ করবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। বর্তমানে নগরে প্রায় ৫৪ হাজার বৈধ রিকশা চলছে। এর মধ্যে মেয়াদ শেষ হওয়া বেশ কিছু লাইসেন্স এর নবায়ন কার্যক্রমও চলমান আছে। ইতোমধ্যে ৩৫ হাজার রিকশার লাইসেন্স এর নবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ৩১শে অক্টোবর-২০১৮ এর রিকশা নবায়নের শেষ দিন। এই সময়ের মধ্যে নবায়ন করা না হলে বাকী রিকশা সমূহ অবৈধ বলে গন্য করে উচ্ছেদ করা হবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৩৯ তম সাধারণ সভায় সভাপতির বক্তব্যে সিটি মেয়র আ.জ.ম.নাছির উদ্দীন এ কথা জানান। আজ রবিবার দুপুরে চসিক কেবিআবদুস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় কাউন্সিলর,সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি সেবা সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় অর্থ ও সংস্থাপন,শিক্ষা,স্বাস্থ্য,পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্য রক্ষা, নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণা বেক্ষণ, নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ, পানি ও বিদ্যুৎ, পরিবেশ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, যোগাযোগ সম্পর্কিত,দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা,দারিদ্র হ্রাস করণ ও বস্তি উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত,বাজারমুল্য পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং, আইন শৃংখলা বিষয়ক ষ্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানগণ স্ব স্ব কমিটির কার্যবিবরনী উপস্থাপন করেন। সভায় সিটি মেয়র বলেন ৪১ ওয়ার্ডে বিদ্যুৎ সহায়তা দ্রুত ও সহজীকরন করতে চসিক বিদ্যুৎ শাখাকে আধুনিকায়ন ও জনবল পুনঃবিন্যাস পুর্বক এসব কাজ তদারকির জন্য মোবাইল ভিজিল্যান্স টিম গঠন করা হবে। এই টীমের দ্রুত সাড়া প্রদান ও যাতায়তের সুবিধার্থে ৪ টি জোনে ভাগ করা হবে। প্রতিটি জোনের জন্য একটি করে ৪টি বিদ্যুৎ চালিত ইজি বাইক দেয়া হবে। এতে করে বিদ্যুৎ বিভাগের কাজে গতিশীলতা আসবে। ডোর-টু-ডোর পরিচ্ছন্ন কর্মীদের কথা উল্লেখ করে মেয়র বলেন, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কাজে নিয়োগকৃত ১৮০০ জন শ্রমিক ঠিকঠাক ভাবে তাদের কাজ করছে কীনা তা সম্মানিত কাউন্সিলর এবং পরিচ্ছন্ন বিভাগের সংশ্লিষ্ঠ কর্মকর্তাদের নিয়মিত মনিটরিং করার পরামর্শ দেন । মেয়র বলেন আমরা দুর্নামের ভাগিদার হতে চাই না। নগরবাসীর শতভাগ সেবা নিশ্চিত না হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ঠদের সর্তক করে দেন। তিনি বলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর ক্লিন সিটিতে পরিণত করার প্রয়াসে নগরীর রাস্তায় আইল্যান্ড,গোলচত্বর,ফুটপাত ও সড়কের এলইডি আলোকায়নে সৌন্দর্য বর্ধন করে দৃষ্টিনন্দন করা হচ্ছে।এ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন যতযত্র যাত্রী ছাউনী নয়। নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাত্রী ছাউনি আধুনিক পরিবেশে স্থাপন করে জনগনের বিনোদনের ব্যবস্থা করা জন্য চসিক প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নির্দেশ দেন। এছাড়াও সভায় দক্ষিণ আগ্রাবাদে স্থাপিত হাতে খড়ি স্কুল এন্ড কলেজকে অধিগ্রহণ,প্রকৌশল বিভাগের জনবল সংক্রান্ত,এডিপি ভুক্ত প্রকল্প ডিপিপিতে বাস্তবায়ন,বস্তি সমূহে ক্ষুদ্র ঋণ ও সঞ্চয় সংক্রান্ত,দূর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি সচেতনতা মুলক কার্যক্রম,সিটি কর্পোরেশনের পরিত্যক্ত জায়গায় উদ্যান স্থাপন,ইপিআই কর্মসূচিতে জন্মনিবন্ধন বাধ্যতামূলক,যাত্রী ছাউনি নির্মাণ,ওয়ার্ড ওয়ারী সিটি কর্পোরেশনের সম্পদ ও দায় এবং আয় ব্যয় সংক্রান্ত,

রিকশার লাইসেন্স ফি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সভা পরিচালনা করেন চসিক সচিব মোহাম্মদ আবুল হোসেন। সভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত কাউন্সিলর, চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা, প্রধান প্রকৌশলী লে. কর্ণেল মহিউদ্দিন আহমেদ, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা সুমন বড়ুয়া সহ চসিক বিভাগীয় ও শাখা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সদ্য প্রয়াত সংগীত শিল্পী আইয়ুব বাচ্চু সহ নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রূহের মাগফেরাত কামনা, দেশ-জাতি ও চট্টগ্রামের সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ মুনাজাত করা হয়। মুনাজাত পরিচালনা করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাদ্রাসা পরিচালক মাওলানা হারুনুর রশিদ।

বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে চসিক ও বিউবো'র চুক্তি

২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা

চট্টগ্রাম- ২১ অক্টোবর-২০১৮ইংরেজী

বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাথে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন (বিউবো) এর মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ রবিবার সকালে সিটি কর্পোরেশন কনফারেন্স হলে এই সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি পত্রে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর পক্ষে প্রকৌশলী মোঃ মাহবুবুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী আইপিপি সেল স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে চসিকের প্রধান প্রকৌশলী লে. কর্নেল মহিউদ্দীর আহমেদ, সচিব মো.আবুল হোসেন,প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা শফিকুল মান্নান সিদ্দিকী এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড চট্টগ্রামের প্রধান প্রকৌশলী (বিতরণ দক্ষিণাঞ্চল) প্রবীর কুমার সেন,তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সামছুল আলম, প্রকৌশলী রেজাউল করিম ও সহকারী প্রধান প্রকৌশলী ইমাম হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

চক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ক্রয় করবে বিউবো। কর্পোরশন বিনামূল্যে তাদের জায়গা দিবে। তিনি বলেন আমার নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল নগরবাসীকে ক্লিন ও গ্রিন সিটি উপহার দেওয়া। তাই আবর্জনার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার নিশ্চিত করে পরিবেশ বান্ধব নগর গড়তে বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপনের এই উদ্যোগ। এটি স্থাপিত হলে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ঘাটতি দুর হবে। প্ল্যান্টের স্থান নির্ধারণ টেন্ডার প্রক্রিয়াসহ আরো ২টি চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেতে প্রায় ৩ বছর সময় লাগতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বিনামূল্যে জায়গা প্রদান করবে। প্রতিদিন আড়াই হাজার মেট্রিক টন বর্জ্য সংগ্রহ থেকে ২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্ল্যান্টে বর্জ্য পৌঁছে দেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

। এই প্রতিষ্ঠানটি বিল্ড ওন এন্ড অপারেট (বিউও) এর প্রদ্ধতিতে স্পন্সর ঠিক করবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি গড়ে উঠলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা আসবে এবং পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি পূরণ হবে নগরবাসীর বিদ্যুৎ চাহিদা। বন্দর নগরীতে জীবিকার সন্ধানে ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদিত হচ্ছে বর্জ্য। যা পরিবেশকে মারাত্মক হুমকীর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে বায়ু দূষণ, পানি দূষনের মতো সমস্যা সৃষ্টি করছে রোগ ব্যাধি। পরিকল্পিতভাবে বর্জ্য সংগ্রহ করতে না পারা, সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকা এবং যুগোপযোগি ব্যবস্থা করতে না পারার কারণে গৃহস্থলী বর্জ্য দূষণ হয়ে পরিবেশের সমস্যা সৃষ্টি করছে। সুষ্ঠু পরিবেশ সম্মত নগর গড়ে তোলার পুর্বশর্ত হিসেবে বিজ্ঞানভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রামের মতো শহরগুলো বর্জ্যের কারণে সৃষ্ট দূষণ সমস্যা আরো বেশী। এই দূষণ সমস্যা প্রতিরোধে ২০১৬ সনের আগে থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করে বর্তমান সরকার। এই বছরই বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে এক বৈঠকে বিদ্যুৎ বিভাগ ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, নারায়ানগঞ্জ ও গাজীপুর শহরগুলোর মধ্যে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রস্তাব দেয়। এরমধ্যে চট্টগ্রামে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে চলেছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযানে
ভ্রাম্যমান আদালত

চট্টগ্রাম- ২১ অক্টোবর-২০১৮ইংরেজী

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা জজ) জাহানারা ফেরদৌসএর নেতৃত্বে আজ রবিবার, দুপুরে চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় মোবাইল কোর্ট/উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানকালে নগরীর কোতোয়ালী থানাধীন কাজীর দেউরীস্থ আউটার স্টেডিয়ামে অবৈধভাবে ট্রাক পার্কিং করে ভাসমান দোকানপাট বসিয়ে খেলা ধুলার পরিবেশ বিনস্ট করায় এবং আউটার ষ্টেডিয়াম সংলগ্ন ফুটপাতে অবৈধভাবে দোকান পাট বসিয়ে জনদূর্ভোগ সৃষ্টি করার অভিযোগের ভিত্তিতে উক্ত অবৈধ ট্রাক পার্কিং অপসারন ও মাঠে স্তুপকৃত মালামাল এবং ভাসমান দোকানপাট উচ্ছেদ করে মাঠ ও ফুটপাত অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়।

অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এবং সিএমপি পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা করেন।

সংবাদদাতা
রফিকুল ইসলাম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন